

শ্রী হনুমান চালসি



দুর্গাবাড়ী
Durgabari

॥ দোহা ॥

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রাজ, নজিমন মুকুর সুধার। আমি রঘুবররে সেই শুদ্ধ
মহিমার বর্ণনা করব, যা চতুষ্পদ ফল প্রদান করে।
দেহকে জ্ঞানহীন জনে আমি পবন-কুমারকে স্মরণ করব। আমাকে
শক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করুন, আমার দুঃখ-কষ্ট ও বশিষ্ঠলা দূর
করুন।

॥ চৌপাই ॥

জয় হনুমান, জ্ঞান ও গুণের সাগর। জয় কপসি, ত্রিভুবন উন্মোচতি।
রামের দূত, অসীম শক্তির আবাস। অঞ্জনরি পুত্র, বায়ুর সন্তান।
মহাবীর বক্রম বজ্রাঙ্গী। মন্দ চিন্তার বিনাশকারী এবং সৎ চিন্তার
সঙ্গী।

কাঞ্চন বরন বরাজ সুবসো। কানরে দুল আর কোঁকড়ানো চুলা।
হাতে বজ্র ও পতাকা। কাঁধে মুঞ্জ নামক পবিত্র সূতো।
শঙ্কর সুবন কশেরী নন্দন তজে প্রতাপ মহা জগ বন্দন।
জ্ঞানী ও গুণী, অত্মন্ত চতুর। রামের কাজ করতে আগ্রহী।
আমি প্রভুর কাহিনী শুনতে ভালোবাসি। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা আমার
হৃদয়ে বাস করেন।

তিনি সুকৃষ্ণ রূপ ধারণ করে সীতার কাছে আবর্তিত হলেন। উগ্র রূপ ধারণ
করে তিনি লঙ্কা দগ্ধ করলেন।

ভীমের রূপ ধারণ করে তিনি অসুরদের বধ করছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের
কার্যাবলী সম্পন্ন করছিলেন।

শ্রী রঘুবীর আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে নজিরে হৃদয়ে স্থান দলিলেন।

রঘুপতি আপনার অনকে প্রশংসা করছেন। আপনি ভরতের মতোই আমার
প্রিয় ভাই।

সহস্র দহে আপনার স্তুতগান করে। এই বলে শ্রীপতি আপনাকে
আলিঙ্গন করলেন।

সনকাদিকি ব্রহ্মাদি মুনসি। অহসির সাথে নারদ সারদা।
যম, কুবের ও দগ্ধিপাল কোথায়, কবি ও পণ্ডতিরো কোথায় তাঁদের
বরণনা করতে পারেন

তুমি সুগ্রীবের প্রতি অনুগ্রহ করছিলেন। রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুমি
আমাকে রাজার পদ দিয়েছিলেন।

বভীষণ তোমার মন্ত্র গ্রহণ করে লঙ্কার রাজা হলেন।
ভানু, সহস্র বছর বয়সে আমি সেই মষ্টি ফলটি গ্রহণ করছি, আমি
জানি।

প্রভু তাঁর মুখে আংটি রাখলেন, তিনি সমুদ্র পার হলেন, এতে অবাক
হওয়ার কিছু নাই।

এই পৃথিবীতে যত কঠনি কাজই থাকুক না কেন, তোমার কৃপায় সগোলো
সহজ হয়ে যায়।

তুমি রামের দ্বাররক্ষক। টাকা ছাড়া কোনো আদর্শে দেওয়া হয় না।
সকল সুখ তোমারই আশ্রয়। তুমিই রক্ষাকর্তা, কটে ভীত নয়।
তুমি নিজেকে তোমার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। তোমার ডাকে ত্রিভুবন
কম্পিত হয়।

মহাবীর তাঁর নাম উচ্চারণ করলে ভূত-প্রতে কাঁদে আসে না।
রোগ নরীময় হয় এবং সমস্ত ব্যথা দূর হয়। ক্রমাগত হনুমান নাম জপ
করুন।

হনুমান তোমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেবে, যদি তুমি তোমার মন, কাজ,
কথা ও মনোযোগ নিজের দিকে নিয়ে আসে।

সর্বোপরি, রাম একজন তপস্বী রাজা। আপনি তাঁর সকল কাজ সম্পন্ন
করছেন।

আর যে কোনো ইচ্ছা নিয়ে আসবে, সে জীবনের অসীম ফল পাবে।
চার যুগেই তোমার মহিমা সুপ্রচলিত। তুমিই জগতের আলো।

তুমি সাধু-ঋষিদের রক্ষা করো। তুমি অসুর ও রামের নয়নমণি।
অষ্টসিদ্ধি হিলনে নয়টি রত্নেরে দাত্রী।

রাম, তোমার পাশা রসায়ন করো। সর্বদা রঘুপতির সবেক থাকো।
আপনার আরাধনা রামের উদ্রকে করে এবং বহু জন্মের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে।
কালরে শেষে তিনি রঘুবরপুরে যান, যখনে তিনি জন্মসূত্রে হরি ভক্ত
নামে পরিচিতি হন।

অন্যান্য দেবতাদের প্রতি মনোযোগ দিও না। হনুমান তোমাকে সমস্ত
সুখ দেবে।

সংকট সব যন্ত্রণা দূর করে দেয়। হনুমান বলবীরের কথা কার মনে
আছে?

জয় হনুমান গোসাই। গুরুদেবের প্রতি সদয় হোন।
যদি কেউ এটি একশবার পাঠ করে, তবে সে বন্ধন থেকে মুক্ত হবে এবং
পরম সুখ লাভ করবে।

গৌরীসী বলনে, যিনি এই হনুমান চালসী পাঠ করেন, তিনি সাফল্য লাভ
করেন।

তুলসীদাস সর্বদা হরির সবেক। শবিরি নাথের হৃদয়।

॥ দোহা ॥

পবনতনয় সংকত হরণ, মণ্ডল মূর্তিরূপ। রাম লক্ষ্মণ সীতা সহতি, হৃদয়
বাসদ সুর ভূপ।